“আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম” সদস্যবৃন্দ যে সকল সুবিধা পাবেন

- প্রত্যেক সদস্যকে সনদপত্র প্রদান করা হবে।
- প্রতি বছর সর্বোচ্চ আর্থিক অনুদান প্রদানকারী স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক পুরস্কৃত হবেন।
- মিশন পরিচালিত বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যেমন: মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র সিট খালি থাকা শর্তে ১০% রেয়াতীমূল্যে অগ্রধিকারের ভিত্তিতে ভর্তির সুপারিশ করতে পারবেন।
- মিশন পরিচালিত নগরদোলা, বুটিক ও ফ্যাশন হাউজ থেকে পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১০% রেয়াতীমূল্যে প্রাপ্তি হবেন।
- আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে বিশেষ সুবিধায় (১০% রেয়াতী মূল্যে) চিকিৎসাসেবা পাবেন।
- ত্রৈমাসিক আমিক বার্তার সৌজন্য কপি প্রদান করা হবে।
- স্বাস্থ্য সেক্টর ও মিশন কর্তৃক উদযাপিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাবেন।
- স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক নতুন নতুন কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণকালে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।
- মিশন পরিচালিত বিভিন্ন সেবাধর্মী সেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- জীবন সদস্য ও পেট্রোনগণ বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট পাবেন।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় এগিয়ে আসুন
আপনার সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করুন

ব্যয়ের খাতসমূহ

“আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম” কর্তৃক অর্জিত অর্থ শুধুমাত্র দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষায় ব্যয় করা হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: প্রবীণদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রবীণ নিবাস, হেনা আহমেদ হাসপাতাল, আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, মোনাসেফ আহ্ছানিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মায়ের হাসি ক্লিনিক, মনোযত্ন কেন্দ্র, এইচআইভি, যক্ষ্মা, তামাক ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বা স্বাস্থ্য সেক্টরের অন্য কোন নতুন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানে এই ফোরাম অর্জিত অর্থ ব্যয় করা হবে।

স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি - ১৫২/ক, ব্লক - ক, সড়ক - ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১১১৪, +৮৮০১৭৮২৬১৮৬৬১, ০১৭১৪০৮৮৯৬৮
ইমেল: amic.dam@gmail.com
ওয়েব: ahsaniamission.org.bd; amic.org.bd

আহ্ছানিয়া মিশন
স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম

স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি - ১৫২/ক, ব্লক - ক, সড়ক - ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৫৮১৫১১১৪, +৮৮০১৭৮২৬১৮৬৬১, ০১৭১৪০৮৮৯৬৮
ইমেল: amic.dam@gmail.com

ahsaniamission.org.bd; amic.org.bd

আহ্ছানিয়া মিশন
স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের একটি অন্যতম সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মিশন বিভিন্নমুখী সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মিশনের বহুমূখী সেবার মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা অন্যতম। স্বাস্থ্য সেক্টর তার প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে। মিশনের সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে একটি অংশ দরিদ্র ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, যাদের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করার মত আর্থিক সামর্থ্য নেই।

এর ফলে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এখন অন্যতম চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার মূল কথা হচ্ছে: প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্পন্ন সেবা পাবে, সেবা নিতে গিয়ে সে আর্থিক অনটনে পড়বে না বা নিঃস্ব হবে না। সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে থাকবে না কোন বৈষম্য।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে, তা সর্বজন স্বীকৃত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সেবার মহান ব্রতী হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রঃ) ১৯৫৮ সালে জনকল্যাণে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা'। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই মিশনের প্রতিষ্ঠাকালীন পেট্রোন ছিলেন।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি একাধিক স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পমূল্যে সকল শ্রেনীর মানুষকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র জনগোষ্টি সেবা গ্রহণ করতে পারছেনা। অন্যদিকে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে যেয়ে মিশনের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক সংকটে ভুগছে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম" গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি মিশন বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য সেবামূলক কাজকে আরো সম্প্রসারিত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

মিশনের স্বাস্থ্য সেবার আওতায় বর্তমান যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে

- মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম
- ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রম
- যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
- পুষ্টি কার্যক্রম
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম
- এইচ আই ভি প্রতিরোধ কার্যক্রম
- তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
- মানসিক স্বাস্থ্য সেবা
- অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ও কার্যক্রম
- সাধারণ রোগের চিকিৎসা সেবা
- কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা
- রোগ নির্ণয়

কারা সদস্য হতে পারবেন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্নমুখী স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মকাণ্ডে CSR ও জনগনের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম" গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা ব্যক্তি-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে (মাদক ব্যবসায়ী, তামাক কোম্পানী ও রাষ্ট্র বিরোধী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিত) যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এককালীন বা নিয়মিতভাবে মাসভিত্তিক অনুদান দিয়ে ফোরামের সদস্য হতে পারবেন।

ফোরামের সদস্য তিন ধরণের

১. নিয়মিত সদস্য: যারা প্রতিমাসে নূন্যতম এক হাজার টাকা প্রদান করবেন।

২. জীবন সদস্য: যারা এককালীন সর্বনিম্ন একলক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করবেন।

৩. পেট্রোন: যারা এককালীন পাঁচলক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করবেন।

- অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকে স্থায়ী নির্দেশনা প্রদান করে মাসিক অনুদানে তাদের ব্যাংক হিসাব থেকে সরাসরি ফোরামের সদস্য হিসাবে জমা করতে পারবেন।
- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি উপকরণ, চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, ওষুধ, চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম, সামগ্রী ইত্যাদি প্রদান করতে পারবেন।
- যদি কোন সদস্য জাকাতের অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক হন তাহলে সে অর্থ মিশন পরিচালিত জাকাত তহবিলে জমা প্রদান করা হবে। অর্থাৎ "আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম" এর ব্যাংক হিসাবে কোন জাকাতের অর্থ জমা গ্রহণ করা হবে না।

অর্থ ব্যবস্থাপনা

"আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম" এর অনুদান সংগ্রহ ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। এই কমিটি ফোরামের অর্থ যে সকল কাজে খরচ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে নিদিষ্ট মেয়াদান্তে সকল সদস্যদেরকে অবহিত করবে। প্রতি বছর বহিঃ নিরীক্ষক দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হবে।